ঠিকাদার লাপাত্তা, দেড় বছরেও শুরু হয়নি বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান সড়কের সংস্কার

ঝিনাইদহের মহেশপুরে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের গ্রামের সড়ক সংস্কারের কাজ পেয়ে লাপাত্তা হয়েছেন ঠিকাদার। টেন্ডার ও কার্যাদেশের মেয়াদ শেষ হলেও দেড় বছর পার হয়ে গেছে, এখনো শুরু হয়নি সংস্কারকাজ।

ফলে খানাখন্দে ভরা সড়কে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন দুই উপজেলার চারটি ইউনিয়নের অন্তত ২০ গ্রামের হাজার হাজার মানুষ। প্রতিদিনই ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ যাত্রীরা।

স্থানীয়রা জানায়, মহেশপুর উপজেলার খর্দ্দখালিশপুর গ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান সড়কটি দীর্ঘ চার বছরেরও বেশি সময় ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সড়কের বিভিন্ন স্থানের পিচ উঠে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ছোট-বড় অসংখ্য গর্ত। সামান্য বৃষ্টিতেই এসব গর্তে পানি জমে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে সড়কটি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভ্যান, ইজিবাইক, মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করছে।

জনদুর্ভোগ কমাতে গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর সড়কটি সংস্কারের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। কাজের দায়িত্ব পান ঠিকাদার রফিকুল ইসলাম। তবে কার্যাদেশ পাওয়ার পর নানা অজুহাতে কাজ শুরু না করে সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন তিনি। একপর্যায়ে গত ১৩ এপ্রিল কাজের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও সংস্কারকাজ শুরু করেননি। এতে দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের আশায় থাকা এলাকাবাসীর দুর্ভোগ আরও বেড়েছে।

বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ভাতিজা মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, চার পাঁচ বছর ধরে রাস্তাটির অবস্থা খুবই খারাপ। শুনেছিলাম সংস্কারের জন্য টেন্ডার হয়েছে, ঠিকাদারও কাজ পেয়েছেন। কিন্তু এত দিন পার হলেও কাজ শুরু হয়নি। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে আমাদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। দ্রুত রাস্তাটি সংস্কার করা দরকার।

কলেজ শিক্ষক শামিম হোসেন বলেন, এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হাজার

হাজার মানুষ চলাচল করে। খানাখন্দের কারণে প্রায়ই যানবাহন উল্টে দুর্ঘটনা ঘটছে। অসুস্থ রোগী নিয়ে হাসপাতালে যেতেও সমস্যা হয়। ঠিকাদার কাজ পেয়েও কেন কাজ করছেন না, তা আমাদের বোধগম্য নয়।”

স্থানীয় বাসিন্দা জিয়াউর রহমান বলেন, রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছে। দীর্ঘদিন ধরে শুধু আশ্বাসই পাচ্ছি, কিন্তু রাস্তার কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না। দ্রুত কাজ শুরু না হলে আমাদের ভোগান্তির শেষ হবে না।”

এ বিষয়ে মহেশপুর উপজেলা প্রকৌশলী মো. আজিজুল হক বলেন, কাজ শুরু না করায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। নতুন করে দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া চলছে। দরপত্রের প্রক্রিয়া শেষ হলে সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের গ্রামের এই সড়ক দিয়ে ঝিনাইদহের এসবিকে, সাব্দালপুর এবং চুয়াডাঙ্গার আন্দুলবাড়িয়া ও রায়পুর ইউনিয়নের অন্তত ২০ গ্রামের মানুষ চলাচল করেন।

মহেশপুরে নবীন বরণ ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের কৃতি সংবর্ধনা

ঝিনাইদহের মহেশপুরে পদ্মপুকুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ-উর-রহমান লিপকনকে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। একই অনুষ্ঠানে কলেজের নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ এবং কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) কলেজ ক্যাম্পাস চত্বরে পদ্মপুকুর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের আয়োজনে এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

পদ্মপুকুর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি ইমন হুসাইনের

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ-উর-রহমান লিপকন। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের সভাপতি ইমরান হোসেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার রাসেল এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান। এছাড়া অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পদ্মপুকুর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হামিম রেজা।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন এবং ভালো ফলাফল অর্জনকারী কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

কোটচাঁদপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত দুই আসামি গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে সিআর ও জিআর গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত দুই পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) কোটচাঁদপুর মডেল থানা পুলিশের একটি দল বিশেষ অভিযান চালিয়ে নিজ নিজ বসতবাড়ি থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, উপজেলার সলেমানপুর পালপাড়া গ্রামের রমেন্দ্রনাথ সরকারের ছেলে সৌরভ সরকার ওরফে রোমিও (২৮) এবং রুদ্রপুর স্কুলপাড়া গ্রামের মৃত আনছার আলীর ছেলে মো. জালাল উদ্দিন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সৌরভ সরকার ওরফে রোমিও কোট জিআর-১০৭/২৬ মামলার এবং মো. জালাল উদ্দিন কোট সিআর-৪৩৫/২৪ মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি।

কোটচাঁদপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গ্রেপ্তারকৃত দুই আসামির বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। অপরাধ দমন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

কোটচাঁদপুরে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের চার নেতা- কর্মী গ্রেফতার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নাশকতার মামলায় আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের চার নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা রয়েছে।

বুধবার (১১ নভেম্বর) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোটচাঁদপুর মডেল থানা পুলিশের একটি বিশেষ দল অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন কোটচাঁদপুর পৌর শ্রমিক লীগের সদস্য আশিকুল ইসলাম (২৫)। তিনি রুদ্রপুর গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে।

কোটচাঁদপুর উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নয়ন আলী (২৭), তিনি মনু মিয়ার ছেলে। কোটচাঁদপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ইন্তাজুল (৪৫), তিনি রুদ্রপুর গ্রামের মৃত শমসের আলীর ছেলে। অপরজন হলেন কোটচাঁদপুর পৌর শ্রমিক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. শাহ পরান গাজী (৩২)। তিনি দুধসরা গ্রামের আরব আলী গাজীর ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে কোটচাঁদপুর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/২৫-ডি ধারায় দায়ের করা মামলা রয়েছে। অন্যদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী ২০২৬)-এর ৭/৮/৯/১০/১১/১২/১৩ ধারায় দায়ের করা মামলায় সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে।

পুলিশ আরও জানায়, গ্রেফতার ব্যক্তিদের পিসিপিআর (পূর্ব অপরাধসংক্রান্ত তথ্য) যাচাই করে তাঁদের বিরুদ্ধে পূর্বের কোনো বিরূপ তথ্য পাওয়া যায়নি। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

কোটচাঁদপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ঝিনাইদহে কাগজপত্র বিহিন ৪২০ বস্তা সার বোঝায় ট্রাক আটক

ঝিনাইদহে ট্রাক বোঝায় করে যশোরের নওয়াপাড়া থেকে কুষ্টিয়ায় নেওয়া হচ্ছিল ৪২০ বস্তা টিএসপি সার। কিন্তু পরিবহনের বৈধ কাগজপত্র বা চালান দেখাতে না পারায় ঝিনাইদহে ট্রাকটি আটকে দেন স্থানীয় লোকজন।

পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রাকটি নিজেদের হেফাজতে নেয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তবে পালিয়ে যাওয়ায় চালক ও হেলপার কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রাত ১১টা পর্যন্ত সারবোঝাই ট্রাকটি শহরের আরাপপুর এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গোয়েন্দা সদস্যদের হেফাজতে ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,রাজবাড়ী-ট-১১-০১৪১ নম্বরের ট্রাকটিতে যশোরের নওয়াপাড়া থেকে ৪২০ বস্তা টিএসপি সার বোঝাই করে কুষ্টিয়ার উদ্দেশে রওনা দেওয়া হয়। পথে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের সামনে স্থানীয় লোকজন ট্রাকটি থামিয়ে কী পণ্য পরিবহন করা হচ্ছে জানতে চান। এ সময় চালক ও হেলপার জানান,নওয়াপাড়া থেকে সার নিয়ে কুষ্টিয়ায় যাচ্ছেন তারা।

তবে পরিবহন করা সারের মেমো বা চালান দেখতে চাইলে কোনো

কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। এতে সন্দেহ হলে স্থানীয়রা ট্রাকটি আটকে রেখে জেলা ট্রাক-লরি-ট্রাক্টর ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন এবং রাজনৈতিক নেতাদের খবর দেন। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রাকটি হেফাজতে নেন।

ঘটনাস্থলে ঝিনাইদহ জেলা যুবদল নেতা সাজ্জাদুল হক মিলন বলেন,স্থানীয়রা সার পাচারের গোপন সংবাদ পেয়ে ক্যাডেট কলেজের সামনে ট্রাকটি আটক করে আমাদের খবর দেন। সেখানে গিয়ে চালকের কাছে সারের বৈধ কাগজপত্র দেখতে চাইলে তারা কোনো কাগজ দেখাতে পারেননি। ট্রাকটিতে ৪২০ বস্তা টিএসপি সার ছিল। ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হকসহ আমরা বিষয়টি সদর থানার ওসি ও পুলিশ সুপারকে জানিয়েছি।

তিনি আরও বলেন,কিছু অসাধু ব্যক্তি সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে। এ কারণে সার পাচারের সঙ্গে জড়িতদের কোনো ছাড় দেওয়া উচিত নয়।

ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. কামরুজ্জামান রাত সোয়া ১০টার দিকে জানান,স্থানীয়দের মাধ্যমে সারবোঝাই ট্রাক আটকের খবর পেয়েছেন। ঘটনাস্থলে প্রশাসনের লোকজন গেছেন। তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। বিধি অনুযায়ী পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুজ্জামানের সঙ্গে একাধিকবার মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

ঝিনাইদহ জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) শেখ বিল্লাল হোসেন বলেন, ট্রাকের সারের কাগজপত্র যাচাই করতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও কৃষি কর্মকর্তাকে বলা হয়েছে। যাচাই-বাছাইয়ে সারগুলো অবৈধ বলে প্রমাণিত হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে প্রকাশ্যে মাদক সেবন, দুই যুবকের কারাদণ্ড

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে প্রকাশ্যে মাদক সেবন ও মাদকদ্রব্য সংরক্ষণের অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের প্রত্যেককে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (১১ নভেম্বর) কোটচাঁদপুর মডেল থানা পুলিশের একটি দল বিশেষ অভিযান চালিয়ে উপজেলার তালসার বাজারপাড়া এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন তালসার বাজারপাড়া এলাকার মো. মুসলেম ভুইয়ার ছেলে রুবেল ভুইয়া (৩০) এবং মো. জুলফিকার আলীর ছেলে মো. রবিউল ইসলাম (২৯)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রকাশ্যে গাঁজা সেবন ও মাদকদ্রব্য সংরক্ষণের অভিযোগে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। পরে তাঁদের কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শামীম হোসাইনের পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হয়। আদালত ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(৫) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ড প্রদান করেন।

দণ্ডাদেশের পর প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

কোটচাঁদপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান জানান, মাদক নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে থানা পুলিশের এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

শৈলকুপায় পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে সাংবাদিকের জমি দখলের অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার হাটফাজিলপুর এলাকায় উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা ও আইনি নির্দেশ অমান্য করে এক সাংবাদিকের কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি জবরদখল ও পাকা স্থাপনা নির্মাণের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবল সাজ্জাদুল ইসলাম মামুন ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠলেও প্রতিকার চেয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কুল পাচ্ছে না ভুক্তভোগী সাংবাদিক শামিম।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনে কর্মরত কনস্টেবল মামুন বিগত খুলনার কুখ্যাত অপরাধী এরশাদ শিকদারের একান্ত সহযোগী এবং আবাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম ভুণ্ডুলের ছেলে। ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে তিনি এই সম্পত্তি জবরদখল করছেন বলে অভিযোগ।

দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি শামীমুল ইসলাম শামীম জানান, ১৬৯ নম্বর হাটফাজিলপুর মৌজার এসএ ৩০৭৯ এবং আরএস ৪৯১০ দাগে মোট ৪৬ শতাংশ জমির মধ্যে ৩১ শতাংশ জমির বৈধ মালিক তিনি। তার পিতা দলিল মূলে এই সম্পত্তির মালিকানা দিয়ে গেছেন। ফলে জমির রেকর্ড, নামজারি, খাজনা দাখিলা, ডিজিটাল ম্যাপ এবং দেওয়ানি ৭০/২০০০ নম্বর মামলার রায় ও ডিক্রিসহ সমস্ত আইনি কাগজপত্র তার পক্ষেই রয়েছে। পৈতৃক সূত্র ও ভোগদখল সূত্রে ওই জমিতে মেহগনি, আমসহ বিভিন্ন ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে ভোগ করে আসছেন।

ঝিনাইদহ পুলিশ সুপারের কাছে পাঠানো অভিযোগ সুত্রে জানা গেছে, জমির মালিকানা নিয়ে শামীমের সৎ ভাইয়েরা শৈলকুপা সিনিয়র সিভিল জজ আদালতে দেওয়ানি ৭০/২০০০ নম্বর মামলা দায়ের করেছিলেন। দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে ২০১৯ সালে আদালত সাংবাদিক শামীমের পক্ষেই রায় ও ডিক্রি প্রদান করেন।

এই রায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আপিল করেন, যা বর্তমানে বিচারাধীন। মামলা চলমান ও উচ্চ আদালতের স্পষ্ট ‘স্টে অর্ডার’ (নিষেধাজ্ঞা) থাকা সত্ত্বেও বিচারিক কার্যক্রম ও

আইনের তোয়াক্কা না করে পুলিশ কনস্টেবল মামুন ও তার দুই ভাই নোমান ও সোহান মিলে প্রায় তিন কোটি টাকার ওই সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করে গত ৬ নভেম্বর থেকে পাকা স্থাপনা নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন এবং এখনো অব্যাহত আছে।

আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্যের ঘটনায় ভুক্তভোগী সাংবাদিক শামীম ঝিনাইদহ বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৭/১১৭ (গ) ধারায় মামলা দায়ের করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ পুলিশে চাকরী করায় আইনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে নির্মাণকাজ অব্যাহত রেখেন।

এ বিষয়ে পুলিশ কনষ্টেবল সাজ্জাদুল ইসলাম মামুনের মুঠোফেন একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। তবে তার আরেক ভাই নাইমুল ইসলাম নোমান জানান, উক্ত জমি নিয়ে মামলা চলমান থাকলেও কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তারা কারো জমি দখল করছেন না। তারা তাদের জমিতেই ভবন তুলছেন। তাছাড়া তার চাচা শামীমের সঙ্গে সমঝোতা করার একাধিকবার চেষ্টা করা হলেও তিনি তা মানছেন না।

বিষয়টি নিয়ে শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ন কবীর মোল্লা মঙ্গলবার জানান, সাংবাদিক শামীমুল ইসলামের একটি লিখিত অভিযোগ থানায় এসেছে। নালিশি জমিতে জবরদখল ও নিষেধাজ্ঞা অমান্যের বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নামের আড়ালে লুকিয়ে আছে ইতিহাস ও ঐতিহ্য

নবগঙ্গার তীরে ঝিনুকের প্রাচুর্য, লোককথা ও জনপদের বিবর্তনে গড়ে উঠেছে ঝিনাইদহের নাম ও পরিচয় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী জনপদ ঝিনাইদহ।

ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ এ জেলার নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনি। ‘ঝিনুকদহ’ থেকে ‘ঝিনাইদহ’ নামের উৎপত্তি এমন একটি জনশ্রুতি দীর্ঘদিন ধরে

স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত।

জেলার নামকরণের পেছনে নদী, ঝিনুক এবং প্রাচীন জনবসতির যে সম্পর্কের কথা বলা হয়, তা এ অঞ্চলের অতীত জীবনযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে।

ঝিনুকদহ নামের উৎপত্তি-

প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে, একসময় বর্তমান ঝিনাইদহ শহর ও এর আশপাশের অঞ্চল নবগঙ্গা নদীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ছিল। নদী ও বিভিন্ন জলাশয়ে প্রচুর ঝিনুক পাওয়া যেত। স্থানীয় মানুষ এসব ঝিনুক সংগ্রহ করতেন। ঝিনুক থেকে মুক্তা আহরণ এবং ঝিনুক পুড়িয়ে চুন তৈরির কাজও এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল বলে কথিত রয়েছে।

ঝিনুক সংগ্রহ ও ব্যবসাকে কেন্দ্র করে একসময় এখানে জনসমাগম এবং ব্যবসায়িক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পায়। ঝিনুকের প্রাচুর্যের কারণে এ জনপদের নাম হয় ‘ঝিনুকদহ’। পরবর্তী সময়ে মানুষের মুখে মুখে উচ্চারণের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ‘ঝিনুকদহ’ নামটি ‘ঝিনাইদহ’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

নামকরণের এই ব্যাখ্যাটি ঝিনাইদহের সবচেয়ে প্রচলিত জনশ্রুতি হিসেবে পরিচিত। তবে এর সুনির্দিষ্ট উৎপত্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত ঐতিহাসিক দলিলের সন্ধান সীমিত।

ইংরেজ সাহেবকে ঘিরে আরেকটি লোককাহিনি

ঝিনাইদহের নামকরণ নিয়ে আরও একটি মজার লোককাহিনি প্রচলিত রয়েছে। কথিত আছে, এক ইংরেজ সাহেব নৌকাযোগে নবগঙ্গা নদী পার হচ্ছিলেন। নদীর তীরে তখন স্থানীয় লোকজন ঝিনুক সংগ্রহ করছিলেন।

সাহেব তাঁদের কাছে জায়গাটির নাম জানতে চাইলে ভাষাগত সমস্যার কারণে স্থানীয় মানুষ প্রশ্নটি সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। তাঁরা মনে করেছিলেন, সাহেব জানতে চাইছেন তাঁরা নদী থেকে কী সংগ্রহ করছেন। উত্তরে তাঁরা ‘ঝিনুক’ বা স্থানীয় উচ্চারণে ‘ঝিনেই’ শব্দটি বলেন।

ইংরেজ সাহেব সেই শব্দকেই স্থানটির নাম মনে করেন। পরবর্তী সময়ে শব্দটির উচ্চারণ ও রূপান্তরের মাধ্যমে ‘ঝিনেদা’ এবং ‘ঝিনাইদহ’ নামের প্রচলন ঘটে বলে লোককাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে।

এ কাহিনির ঐতিহাসিক সত্যতা নিশ্চিত নয়। তবে এটি ঝিনাইদহের

স্থানীয় লোকজ ইতিহাসের একটি আকর্ষণীয় অংশ।
নবগঙ্গা নদী ও প্রাচীন জনপদ-

ঝিনাইদহের ইতিহাসে নবগঙ্গা নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। নদীকে কেন্দ্র করেই একসময় এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, কৃষিকাজ, ব্যবসা- বাণিজ্য ও যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

নদীপথে পণ্য পরিবহন এবং জলাশয়কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এ অঞ্চলের জনবসতি বিস্তারে ভূমিকা রেখেছিল বলে ধারণা করা হয়। ঝিনুক সংগ্রহের জনশ্রুতিও এই নদীকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত।

সময়ের পরিবর্তনে নদীর প্রবাহ, জনবসতি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নানা পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু নবগঙ্গা নদী আজও ঝিনাইদহের ইতিহাস ও পরিচয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

ঝিনাইদহের নাম ও আঞ্চলিক পরিচয়-

ঝিনাইদহ জেলার নামের পাশাপাশি ‘ঝিনেদা’ নামটিও স্থানীয়ভাবে ব্যাপক পরিচিত। অনেকেই কথ্য ভাষায় ঝিনাইদহকে ঝিনেদা বলে থাকেন। এ নামের ব্যবহার জেলার আঞ্চলিক পরিচয় ও ভাষাগত ঐতিহ্যের প্রতিফলন। স্থানীয় ভাষা, মানুষের জীবনধারা এবং প্রাচীন জনপদের নামের বিবর্তন একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে ধারণ করে। ঝিনাইদহের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়।

প্রশাসনিক ইতিহাসে ঝিনাইদহ-
ঝিনাইদহের প্রশাসনিক ইতিহাসও বেশ সমৃদ্ধ। ব্রিটিশ শাসনামলে এ অঞ্চলের প্রশাসনিক গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৮৬২ সালে ঝিনাইদহ মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে প্রচলিত সরকারি ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।

পরবর্তীতে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে জেলার ছয়টি উপজেলা ঝিনাইদহ সদর, শৈলকুপা, হরিণাকুণ্ডু, কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর নিয়ে গঠিত এ জেলা।

ইতিহাস সংরক্ষণে প্রয়োজন আরও গবেষণা-

ঝিনাইদহের নামকরণের ইতিহাস নিয়ে প্রচলিত জনশ্রুতিগুলো এ অঞ্চলের

মানুষের ঐতিহ্য ও স্মৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে এসব কাহিনির পাশাপাশি ঐতিহাসিক দলিল, পুরোনো মানচিত্র, ভূমি রেকর্ড, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং স্থানীয় প্রবীণদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আরও গভীর গবেষণা প্রয়োজন।

বিশেষ করে ‘ঝিনুকদহ’ নামের প্রাচীন ব্যবহার, নবগঙ্গা নদীর তীরবর্তী ঝিনুক ব্যবসা এবং নামের ভাষাগত বিবর্তন নিয়ে গবেষণা করা হলে ঝিনাইদহের ইতিহাস আরও সুস্পষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে জেলার ইতিহাস সংরক্ষণে স্থানীয় ইতিহাসবিদ, গবেষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং জেলা প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ঝিনাইদহের নাম শুধু একটি জেলার পরিচয় নয়; এর সঙ্গে মিশে রয়েছে নদী, প্রকৃতি, মানুষের জীবনসংগ্রাম, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং লোকজ ঐতিহ্যের স্মৃতি। ‘ঝিনুকদহ’ থেকে ‘ঝিনাইদহ’ নামের উৎপত্তির প্রচলিত কাহিনি এ জনপদের অতীতকে জানার একটি আকর্ষণীয় জানালা।

ইতিহাসের প্রতিটি জনশ্রুতির পেছনে সত্যের অনুসন্ধান যেমন জরুরি, তেমনি স্থানীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করাও আমাদের দায়িত্ব।

ঝিনাইদহের নামকরণের ইতিহাসকে আরও গবেষণাভিত্তিক ও প্রামাণ্যভাবে তুলে ধরতে পারলে নতুন প্রজন্ম নিজেদের শিকড় সম্পর্কে আরও সমৃদ্ধ ধারণা লাভ করতে পারবে।

লেখক: সাংবাদিক ও লেখক।

ঝিনাইদহে স্বেচ্ছাসেবক দলের পরিচ্ছন্নতা অভিযান

ঝিনাইদহে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেছে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল। রোববার (৮ নভেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ অভিযান প্ররিচালোনা করা হয়।

অভিযানকালে হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এ সময় পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তারা।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. মুন্সী কামাল আজাদ পান্নু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি রুহুল আমিন পিকুল, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলামসহসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সুন্দর রাখার পাশাপাশি জনসচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন নেতাকর্মীরা।

চিকিৎসাকেন্দ্রিক নয়, প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য উন্নয়নকেন্দ্রিক হবে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে চিকিৎসাকেন্দ্রিক থেকে প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য উন্নয়নকেন্দ্রিক করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ সহকারী ডা. এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার।

রোববার (৮ নভেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি।

তিনি বলেন, এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সারাদেশে নতুন করে ১ লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিটি সেন্টারের অধীনে তিনটি

করে সুস্বাস্থ্যের হাব তৈরি করা হবে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ সহকারী আরও বলেন, বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় মানসম্মত চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিতে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। তিনি জানান, সারাদেশে স্বাস্থ্য খাতে নতুন অবকাঠামো ও হাসপাতাল ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। এসব উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা আরও সহজলভ্য ও উন্নত হবে।

মতবিনিময় সভায় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খাঁন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. মুন্সী কামাল আজাদ পান্নু, সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: মোস্তাফিজুর রহমানসহ চিকিৎসরা উপস্থিত ছিলেন।